**ফুলবাড়ীতে জনসমাবেশে শেখ হাসিনা**

## ফুলবাড়ী কানসাটের মানুষের মতো সংগ্রাম করে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে তেল-গ্যাসের চুক্তি করিনি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারিনি। বিএনপি-জামাত জোট সরকার তেল-গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। এ জন্য তারা দেশের সম্পদ রক্ষার জন্য আন্দোলনকারীদের গুলি করে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, ফুলবাড়ী ও কানসাটের মানুষ যেভাবে রক্ত দিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে সেভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তিনি ফুলবাড়ীর সংগ্রামী জনতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদের অভিনন্দন ও স্যালুট জানান।

গতকাল সোমবার দিনাজপুরের ফুলবাড়ী সরকারি কলেজ মাঠে এক জনসমাবেশে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। গত ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনা এক দিনের সফরে গতকাল বিকাল সাড়ে তিনটায় ফুলবাড়ী পৌঁছেন। ফুলবাড়ী পৌঁছার পর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। বিকাল ৫টায় তিনি জনসমাবেশে ভাষণ দেন।

শেখ হাসিনা অবিলম্বে ফুলবাড়ীর জনগণের সঙ্গে কয়লাখনি নিয়ে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান। তা না হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে তিনি সতর্ক করে দেন।

তিনি বলেন, 'যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। স্বজন হারানোর ব্যথা আমার মতো আর কেউ বুঝবে না'।

আওয়ামী লীগ এশিয়া এনার্জির সঙ্গে ওই চুক্তি করেছিল- জ্বালানি উপদেষ্টার এমন অভিযোগ অস্বীকার করে শেখ হাসিনা বলেন, 'চুক্তি হয়েছে ১৯৯৪ সালে এবং তখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিল। আমাদের সময়ে শুধু শেয়ার হস্তান্তর হয়েছে।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কোনো ব্যক্তি বা দলের ইচ্ছায় নির্বাচন হবে না। আমিও তাই চাই। তার কারচুপির নির্বাচন এই দেশে করতে দেবো না'। এর আগে তিনি ফুলবাড়ীতে নিহত ৬ আন্দোলনকারীর আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করেন এবং এদের পরিবারের সদস্যদের হাতে ২০ হাজার টাকা তুলে দেন। নিহতের আত্মীয়রা এসময় শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ওই ঘটনায় আহত ৬৪ জনকেও তিনি ১০ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য দেন।

ফুলবাড়ীতে পৌঁছানোর আগে তিনি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানার রানীগঞ্জ বাজারে দুটি পথসভায় অংশ নেন। এসব পথসভায় শেখ হাসিনা বলেন, 'সংস্কার প্রস্তাব মেনেই নির্বাচন করতে হবে।'

শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচনে তার দলকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা আমাকে নির্বাচিত করুন। আপনাদের কাছে আমি একটি সুন্দর দেশ গড়ার অঙ্গীকার করছি।' তিনি সেখানকার প্রত্যেক নাগরিককে ভোটার তালিকায় নাম আছে কিনা এবং তালিকায় ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে খবর নেওয়ারও পরামর্শ দেন।

এ সফরে হাসিনার সফরসঙ্গীদের মধ্যে আছেন দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল, মতিয়া চৌধুরী, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, অজয় কর খোকন, ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসান রিপন, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন, মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানকসহ দলের অন্য নেতাকর্মীরা।

## নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ জয়ী হবে ▪ সজীব ওয়াজেদ জয়

বিরোধলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তনয় সজীব ওয়াজেদ জয় গতকাল সোমবার সকালে আমেরিকা থেকে দেশে পৌঁছে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আগামী নির্বাচন যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তাহলে আওয়ামী লীগ জয়ী হবে। বিএনপি আওয়ামী লীগকে হারাতে পারবে না। তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানান জয়।

গতকাল সকাল ১১টা ৫৭ মিনিটে থাই এয়ারওয়েজের একটি বিমানে ঢাকা পৌঁছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফরউল্লাহ এমপি, বিরোধীদলের চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ এমপি, বিরোধীদলীয় নেতার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, নূরে আলম চৌধুরী লিটন এমপি, যুবলীগ নেতা এডভোকেট সাইদুর রহমান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত শিকদার, নজরুল ইসলাম বাবুসহ বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী[

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, বর্তমান জোট সরকারের হাতে দেশের মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে। নিরীহ মানুষ খুন হচ্ছে। যখনই দেশে আসি তখনই দেখি জোট সরকারের হাতে মানুষ খুন হচ্ছে। এর আগে এসে দেখেছিলাম কানসাটে, এবার এসে দেখলাম ফুলবাড়ীতে।

## বরিশালে ১৪ দলের পদযাত্রা আজ

আজ মঙ্গলবার বরিশালে ১৪ দলের পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। নগরীর পুরনো কালেক্টর ভবনের সামনে থেকে শুরু করে ফজলুল হক এভিনিউ, সদর রোড, নতুন বাজার, কলেজ রোড, নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ড, সিএন্ডবি রোড, চৌমাথা ও নবগ্রাম রোড হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হবে।

হাসান মনসুরের দুর্নীতির তথ্য

## চাকরিতে থাকতে বেপজা ও বিআরটিএর ৫ কোটি ১৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন

নতুন নির্বাচন কমিশনার হাসান আবুল মনসুরের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক থাকাকালে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বেপজার ১৭ লখ টাকা এবং বিআরটিএর চেয়ারম্যান থাকাকালে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক থাকাকালেই হাসান মনসুর বেপজার কর্মীকল্যাণ তহবিল থেকে ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্য হিসেবে ১৭ লাখ টাকা গ্রহণ করেন। এই কল্যাণ তহবিলের টাকা বেপজার আওতাধীন বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক ক্ষতি, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে ব্যয় করার কথা। হাসান মনসুরের ভাই বেপজার সঙ্গে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিল না। তবুও অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেপজার তৎকালীন চেয়ারম্যানকে চাপ দিয়ে তিনি এই অর্থ আদায় করেন।

এছাড়া বিআরটিএর চেয়ারম্যান থাকাকালে হাসান মনসুর বিদেশ থেকে আনিত ২০০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিক্সার মেশিনকে ট্রাকে রূপান্তর করে লাইসেন্স প্রদান করেন। এই মেশিনের আমদানি শুল্ক ছিল ৭.৫০ শতাংশ। পক্ষান্তরে ট্রাক আমদানিতে শুল্ক ছিল ৩৭.৫ শতাংশ। প্রতি গাড়িতে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৫ কোটি টাকা বিনা পরিশ্রমে হাসান মনসুর অর্জন করেন। এই অবৈধ কাজের জন্য সরকারের বিপুল রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে থেকে তদন্ত করে বিষয়টির যথার্থতা প্রমাণিত হয় এবং অপরাধী হাসান মনসুর তার অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হন। এরপরও প্রধানমন্ত্রী তনয় তারেক রহমানের নির্দেশে হাসান মনসুরের অপরাধকে উপেক্ষা করে হয় এবং এই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা তারেক ও ফিরোজ মাহমুদের সঙ্গে সম্পর্কে খাতিরে সকল ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করে সচিব পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র আরো জানায়, বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস) ক্যাডারের ১৯৭৭ ব্যাচের কর্মকর্তা হাসানমনসুর কখনোই তিনি নিজ ক্যাডার ছেড়ে সচিবালয়ে উপসচিব পদে অপসন দেননি। তারপরও বরাবরই তিনি ডেপুটেশনে বিভিন্ন কর্পোরেশনের পরিচালক পদে কাজ করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছেন। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বগুড়ায় বাড়ি হওয়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় হওয়ার সুবাদে হাসান মনসুরের ভাগ্যের চাকা দ্রুত উপরে উঠে যায়।

সূত্র আরো জানায়, জোট সরকারের তৈরি পদোন্নতি নীতিমালার আওতায় ও নিয়মে তার পদোন্নতি হয়নি। কারণ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণে তিনি সক্ষম হয়নি। ফলে উপসচিব থেকে যুগ্ম সচিব, যুগ্ম সচিব থকে অতিরিক্ত সচিব এবং সবশেষে সচিব এসব পদোন্নতি তিনি রাষ্ট্রপতির কোটায় লাভ করেন। যদিও তার মুল পদবি ছিল উপসচিব। একজন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কোটা বিধি মোতাবেকএকবার ব্যবহারের রেওয়াজ থাকলেও এই কর্মকর্তার ক্ষেত্রে সে সব নিয়মের তোয়াক্কা করা হয়নি। জোট সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হাসান মনসুর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক হন এবং বেপজা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বেপজার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরে তিনি টিএন্ডটি সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন আগে প্রতিরক্ষা সচিব পদে চাকরি শেষে অবসরে যান। উদ্দেশ্য ছিল জোট সরকারের নির্বাচনী অভিলাষ পূরণে সহায়তা করতে পারেন এমন সাংবিধানিক পদে তাকে যথাসময়ে নিয়োগ দেওয়া। সেই নিয়োগই তিনি পেয়েছেন।

Z_¨mÎt ˆˆwbK †fv‡ii KvMR, †m‡Þ¤i 5, 206